কবিতা ও ভাষাশিল্প
কৃষ্ণা বসু

লেখার টেবিলে একা বসি গিয়ে চুপ্
আহা সাদা পাতা জুড়ে হৃদয়ে স্তূপ
জেগে আছে যেন কুসুমের লাল পাড়া,
হাতের আঙুল কেটে নিয়ে গেল কারা?

হাত নেই তাতে কিছু কী হয়েছে মুখ দিয়ে লিখি পদ্য
নখ থেকে মাথা ছেয়ে আছে জানি গূঢ় কবিতার মদ্য!
মাতাল মাতাল, ভীষণ মাতাল কবিতার মদে ভরা
নিজেকে নিজেই সাজিয়ে তুলেছি শিল্পে স্বয়ম্ভরা!

কবিতা আমার জন্ম মৃত্যু কবিতা আমার প্রিয়
ছেঁড়াখোড়া এই জীবনকে করে কবিতাই রমনীয়!

মধ্য দুপুর নির্জনতায় একলা স্বর্গকামী,
লেখার টেবিলে কলসীর মতো উপুড় হয়েছি আমি!

অন্তর্বীজ
ব্রজকুমার সরকার

রাত গভীর হলে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে
আকাঙ্খার গাছ! তার শাখা - প্রশাখায় ফোটে
আগুনের ফুল, আলোড়িত হয় গাছের
হৃদয়! ঘন হয়ে ওঠে রাত্রির নিঃশ্বাস।

তুমি যদি বলো এ আমার চোখের ভুল,
আমি বলি— এ সবই রাত্রির কামনা,
তাই নির্ভুল! ফাগুন হাওয়া ছুঁয়ে যায়
পর্দার আঁড়াল, জানলায় মুখ বাড়িয়ে দ্রুত

সরে যায় চাঁদের লাবণ্য। শিহরিত হয়
রাত্রির শরীর! আমিও দেখতে পাচ্ছি
তোমাকে ক্রমশ জড়িয়ে ধরছে সেই সব
আগুনের ফুল, নির্মিত হচ্ছে বসন্তের বীজ!!

নদীর সঙ্গে দেখা
খগেশ্বর দাস

দুপুর অতিক্রম করে এক অতি নির্জন পথ
বিকেলের সূর্যাস্থ দেখেছে।
গোধূলির নীলাভ আলোয় তার চোখে
বদলে গেছে পৃথিবীর রঙ
প্রাচীন গানের সুর শুনেছে সে পাতার কাঁপনে।

যেতে যেতে ঝরা পাতার আঁধার
আবহে তার নদীর সঙ্গে দেখা
অন্তর্গত নদী জনান্তিক মোহনা ছুঁয়েছে।

কান্না
সুমিতেশ সরকার

সারাটা সকাল আজ কিছুই লেখনি

আর ওই একইভাবে সারাটা দুপুর
আর সমস্ত বিকেল

সন্ধ্যার অন্ধকারে
যেন ওই পরিতাপ ছুঁয়েছে তোমাকে—

আর এই মধ্যরাতে
অলিখন জাত সেই বোধ
কান্না হয়ে ঝরে পড়ছে সাবলীল বাঙলাভাষায়!

বৃষ্টি কবে
মলয় ঘোষ

যেন তৃণ ভরে থাকত সবুজে
আজ তাতে রক্ত ভরা আছে
যে পাত্রে উপচে পড়ত খাদ্য
আজ তাতে তোমার শরীর

যারা সবাই এসে বসত কাছে
তারাই আজ অন্য গ্রহ বাসী
যারা ভালবাসত বলেছিল
আজ তারা অকপট দূরে

এভাবেই জ্বলে ওঠে আগুন
এমনি করেই বিপ্লব জেগে ওঠে
কাশফুল তবু তো ফুটেছে
আবার বৃষ্টি হবে কবে?

মেহগিনি
হীরক মুখোপাধ্যায়

ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়ে দুখানি হাত
মাটিতে রেখে অভিমানী মুখ
এখন সে শুয়ে আছে পুড়ে যাওয়া চৈত্রের প্রান্তরে

কেউ কোথাও নেই
শুধু তার নিস্প্রাণ দেহের ওপর ঈষৎ ঝুঁকে আছে ধূসর আকাশ

হাতের শাখায় লেগে আছে আগাছা, বুকে আত্মীয় মাটি
শুধু ওটুকু ছাড়া
কোন পেলবতা যেন কোনদিন ছিলনা কখনো

অবশেষে
আকাশে আর পৃথিবীর নির্লিপ্তি নিয়ে রাত্রি নেমে আসে
এসে দেখেঃ

যেখানে তার পায়ের চিহ্ন ধরা। সেখানে
সভ্যতার শেষ সন্ত্রাসে
পড়ে আছে কীট দষ্ট সনাতন মেহগিনি।